‘করোনায় জালিয়াতি ও বন্যার দুর্যোগ ঢাকতে ইস্যু তৈরি করছে সরকার’

‘করোনায় ব্যর্থতা, নমুনা পরীক্ষায় জালিয়াতি ও ভয়াবহ বন্যার দুর্যোগ ঢাকতে নানা ইস্যু তৈরি করে জনদৃষ্টিকে ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করার চেষ্টা করছে সরকার।’

আজ শনিবার (১৮ জুলাই) দুপুরে রাজধানীর নয়াপল্টনে অবস্থিত দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে ভিডিও কনফারেন্সে এসব কথা বলেন বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব অ্যাডভোকেট রুহুল কবির রিজভী আহমেদ।

রিজভী বলেন, ‘করোনা মহামারির ব্যর্থতা, করোনার নমুনা পরীক্ষায় জালিয়াতি ও ভয়াবহ বন্যার দুর্যোগ ঢাকতে নানা ইস্যু তৈরি করে জনদৃষ্টিকে ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করার চেষ্টা করছে সরকার। ২৩ দিন ধরে অতিবাহিত হওয়া বন্যা পরিস্থিতির এখনও কোনো উন্নতি নেই। বরং দিনকে দিন বন্যা প্রলয়ঙ্করী রূপ ধারণ করছে। বন্যা পূর্বাভাসে বলা হয়েছে, এই বন্যা নাকি আরো তিন সপ্তাহ স্থায়ী হবে, যদি তাই হয় তাহলে বাংলাদেশের ব্যাপক এলাকা পানিতে ডুবে অতীতের রেকর্ড ভঙ্গ করবে।’

দেশের বিভিন্ন এলাকার বন্যা পরিস্থিতি তুলে ধরে রিজভী বলেন, ‘কুড়িগ্রাম, গাইবান্ধা, সিরাজগঞ্জ, বগুড়া, মানিকগঞ্জ, টাঙ্গাইলসহ ব্যাপক এলাকায় নদী ভাঙন বিপজ্জনক রূপ ধারণ করেছে। নদী ভাঙনের ফলে বন্যা দুর্গত এলাকায় পাট, ধান, সবজিসহ ফসলি জমি, ঘর-বাড়ি, গবাদি পশু নদীর পেটে চলে গেছে। নাজেহাল অবস্থায় পড়েছে বাঁধ ভাঙা এলাকার লোকজন।

বন্যার পানিতে চাষবাস ও বসবাসের যোগ্য নদীর চরগুলো তলিয়ে গিয়ে ব্যাপক ক্ষতি হওয়ায় লাখ লাখ মানুষ হাহাকার করছে। বগুড়ার সারিয়াকান্দি উপজেলার চারটি চর যমুনার বুকে তলিয়ে গেছে। এভাবে ব্রহ্মপুত্র, যমুনার করালগ্রাসে কুড়িগ্রাম, টাঙ্গাইল, সিরাজগঞ্জ ও গাইবান্ধার বেশ কিছু গ্রাম বিলুপ্ত হয়ে গেছে। বর্তমানে দ্বিতীয় দফা বন্যা চলছে। আরো এক দফা বন্যার পূর্বাভাসে আতঙ্কিত হয়ে পড়েছে হাওরবাসী।’

বিএনপির এই নেতা বলেন, ‘অস্বাভাবিকভাবে তীব্র ও দীর্ঘস্থায়ী এই বন্যার কবলে প্রায় ২০-২৫টি জেলার বিস্তীর্ণ অঞ্চল পানিতে ডুবে গেছে। পদ্মা, মেঘনা, যমুনা, তিস্তা, আত্রাই, ধরলা, ব্রহ্মপুত্র, সুরমা ও কুশিয়ারাসহ দেশের অধিকাংশ নদীর উপচেপড়া বন্যার পানিতে গ্রামের পর গ্রাম তলিয়ে যাচ্ছে। পানিবন্দি হয়ে পড়েছে লাখ লাখ মানুষ। পানিতে তলিয়ে যাচ্ছে ফসলি জমি, মৎস্য খামার ভেসে যাচ্ছে।

ভেঙে পড়েছে যোগাযোগ ব্যবস্থা। উত্তরাঞ্চল ও মধ্যাঞ্চলে নদী ভাঙন ভয়াবহ রূপ নিয়েছে। কিন্তু শুধুমাত্র লিপ সার্ভিস ছাড়া সরকার এখন পর্যন্ত কোনো উদ্যোগই গ্রহণ করেনি। করোনার আঘাতে অসুস্থ মানুষের প্রতি সরকার যেমন কোন দায় বোধ করেনি, ঠিক তেমনি বন্যাকবলিত লাখ লাখ অসহায় মানুষের প্রতিও সরকার ভ্রুক্ষেপহীন।’

রিজভী আরো বলেন, ‘ফসল আবাদ করে যে মানুষগুলো স্বচ্ছলভাবে জীবনযাপন করত তারা এখন বন্যা-আশ্রয় কেন্দ্রে দু’মুঠো খাবারের জন্য হাহাকার করছে। নদী ভাঙন রোধে সরকারের দ্রুত কোনো তৎপরতা নেই। ভাঙনের শিকার অসহায় মানুষগুলোকে সহায়তা করতে সরকারি যন্ত্রের শৈথিল্য পরিস্থিতিকে চরম অবনতির দিকে ঠেলে দিয়েছে। বন্যাকবলিত এলাকায় বিশুদ্ধ খাবার পানি, প্রয়োজনীয় ওষুধ ও খাদ্য সংকট তীব্র আকার ধারণ করেছে। এমনকি গবাদি পশু ও শিশু খাদ্যের সংকটও চরম মাত্রায় বিরাজমান।’

বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব বলেন, ‘বন্যা উপদ্রুত মানুষগুলোর জন্য ত্রাণের ব্যবস্থা না থাকায় তারা জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে রয়েছে। করোনার মহামারি মোকাবিলায় অনাচার, অব্যবস্থাপনার ব্যর্থতার ন্যায় বন্যা মোকাবিলায় সরকার উদাসীন ও নির্লিপ্ত। করোনার আঘাতে অসুস্থ মানুষের প্রতি সরকার যেমন কোন দায় বোধ করেনি, ঠিক তেমনি বন্যাকবলিত লাখ লাখ অসহায় মানুষের প্রতিও সরকার ভ্রুক্ষেপহীন।

কোরবানি ঈদের প্রাক্কালে বন্যার মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগেও মানুষের পাশে নেই সরকার। এমনিতে করোনার আঘাতে ক্ষতবিক্ষত মানুষ তার ওপর বন্যার মহাদুর্যোগে মানুষ বিপর্যস্ত। কিন্তু সরকারের পক্ষ থেকে কোনো ব্যবস্থা না নেওয়ায় মানুষের ঈদের আনন্দ মাটি হতে বসেছে।’

এ সময় বিএনপি ও এর অঙ্গ এবং সহযোগী সংগঠনসহ সমাজের বিত্তবানদের বন্যাকবলিত মানুষের পাশে দাঁড়ানোর আহ্বান জানান বিএনপির এই

নেতা।

সূত্র-কালের কণ্ঠ

চলে গেলেন বিএনপির সাবেক এমপি আশরাফ

বিএনপির সাবেক যুগ্ম মহাসচিব ও খুলনা-৩ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য মো. আশরাফ হোসেন (৮০) আর নেই (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)।

শুক্রবার দিনগত রাত ৩টার দিকে ঢাকার ইউনাইটেড হাসপাতালে আইসিইউতে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি ইন্তেকাল করেন।

মো. আশরাফ দীর্ঘদিন ধরে ক্যানসার ও হার্টের সমস্যায় ভুগছিলেন। দুই ছেলে, এক মেয়েসহ অসংখ্য গুণগ্রাহী রেখে গেছেন তিনি।

আশরাফের ঘনিষ্ট রাজনৈতিক সহকর্মী একেএম মোশফেকুস সালেহীন পাইলট সংবাদমাধ্যমকে এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

তিনি বলেন, ২৫ দিন আগে মো. আশরাফকে ঢাকার ইউনাইটেড হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল। তিনি ক্যানসার ও হার্টের সমস্যায় ভুগছিলেন। তবে সম্প্রতি সময়ে তার হার্টের সমস্যা বেশি হচ্ছিল। শুক্রবার রাতে অবস্থার অবনতি হলে একপর্যায়ে তিনি মারা যান।

সূত্রে জানা গেছে, বাদ জোহর রাজধানীর নিকুঞ্জ-২ জামে মসজিদে তার জানাজা অনুষ্ঠিত হবে। পরে কুমিল্লায় বাবা-মায়ের কবরের পাশে তাকে দাফন করা হবে।

প্রসঙ্গত খুলনা-৩ আসন থেকে বিএনপির মনোনয়নে চারবার নির্বাচিত হয়েছেন মো. আশরাফ। এ ছাড়া তিনি দলটিতে একসময়ে যুগ্ম মহাসচিব পদেও ছিলেন।

শ্রমিক সংগঠনের সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকায় খুলনা জুট ওয়ার্কার্স

ইনস্টিটিউটের সভাপতিও হয়েছিলেন। ওয়ান-ইলেভেনের সময় সংস্কারপন্থী হওয়ার অভিযোগ থাকায় বিএনপির সঙ্গে সম্প্রতি তার সম্পৃক্ততা ছিল না বলে সূত্রে জানা গেছে। সূত্র-যুগান্তর

সরকারি হাসপাতালগুলো নরকে পরিণত হয়েছে: রিজভী

বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম-মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী বলেছেন, সরকারি হাসপাতালগুলো নরকে পরিণত হয়েছে। আর প্রাইভেট হাসপাতালগুলোতে এমনভাবে বিল ওঠানো হয় যে মানুষ বেঁচে থাকলেও মরার মতো অবস্থা হয়।

বৃহস্পতিবার (১৫ জুলাই) জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে ঢাকা মহানগর দক্ষিণ বিএনপি আয়োজিত এক মানববন্ধনে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

রিজভী বলেন, ‘একটা পাপুলকে কুয়েতে গ্রেফতার করা হয়েছে, আরও কত পাপুল যে তৈরি হয়েছে সেটা বলা মুশকিল। দুঃশাসনের মধ্যেই এগুলো তৈরি হবে, পাপুলরা এমপি হবে। তাদের পক্ষে রাস্তা থাকবে। অর্থাৎ এক ভয়ঙ্কর মরণব্যাধি বেষ্টনীর মধ্যে বাংলাদেশের মানুষ বাস করছে। এই বেষ্টনী ভাঙতে হবে।

রিজভী বলেন, ‘আজ টিউশন ফি বাতিলের দাবি উঠেছে। এমনিতেই ছাত্রছাত্রীরা স্কুলে যেতে পারছে না, তার উপরে টিউশন ফি পুরোপুরি দিতে হবে, তার জন্য অভিভাবকরা টিউশন ফি বাতিলের দাবি জানিয়েছে। কিন্তু সেদিকে সরকার কর্ণপাত করছেন না। আর যদি মেগা প্রজেক্ট তাড়াতাড়ি করার দাবি উঠতো তাহলে তারা খুব দ্রুত কর্ণপাত করতো।

ঢাকা মহানগর দক্ষিণ বিএনপির সভাপতি হাবিব-উন-নবী খান সোহেলের সভাপতিত্বে এবং মহানগর দক্ষিণ বিএনপির সহ-সভাপতি ফরিদ উদ্দিন আহমেদের সঞ্চালনায় মানববন্ধনে দক্ষিণ বিএনপির সাধারণ সম্পাদক কাজী আবুল বাশার, তাঁতী দলের যুগ্ম-আহ্বয়ক ড. কাজী মনিরুজ্জামান

মনির, স্বেচ্ছাসেবক দল উত্তরের সাধারণ সম্পাদক নজরুল ইসলাম প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

সূত্র- বিডি প্রতিদিন

তখন চাপ তৈরি করেছিলেন কেন: ফখরুলকে কাদের

জনগণের জীবন-জীবিকার ওপর সরকারের কোনো দায়িত্ব নেই– বিএনপি মহাসচিবের এমন অভিযোগ প্রত্যাখ্যান করেছেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের। বলেছেন, জীবন ও জীবিকার চাকা সচল রাখতে শেখ হাসিনা সরকার যখন নানামুখী সিদ্ধান্ত নিয়েছিল, তখন বিএনপি সমালোচনা করেছিল কেন?

‘লকডাউনের জন্য চাপ তৈরি করে মির্জা ফখরুল এখন জনগণের জীবিকার কথা বলছেন’। ওবায়দুল কাদের রোববার রাজধানীতে সরকারি বাসভবনে নিয়মিত ব্রিফিংয়ে এ কথা বলেন।

বিএনপির বক্তব্যের সূত্র ধরে তিনি বলেন, রাস্তায় রাস্তায় মানুষ মরে পড়ে থাকেনি। আর সেটি হয়নি বলেই বিএনপির গাত্রদাহ।
‘সরকারের অবহেলা আর অজ্ঞতার জন্য পরিস্থিতি খারাপ হয়েছে’- বিএনপি নেতাদের এমন বক্তব্যের জবাবে আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক বলেন, করোনা মহামারীতে বিশ্বের কোন দেশ বিদ্যমান সুবিধা দিয়ে সফলতা পেয়েছে? কোন দেশ হিমশিম খায়নি। সরকার সর্বোচ্চ চেষ্টা করে জনগণকে সঙ্গে নিয়ে সংকট মোকাবেলা করে চলেছে।

সাম্প্রতিক করোনা পরীক্ষায় দুই প্রতিষ্ঠানের প্রতারণা মানুষকে বিস্মিত করেছে জানিয়ে সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী দ্রুততার সঙ্গে তদন্তপূর্বক অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ার জন্য সংশ্লিষ্টদের আহ্বান জানান।

মন্ত্রী স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেন, শেখ হাসিনার সরকার কোনো অন্যায়কারীকে ছাড় দেয়নি, ভবিষ্যতেও দেবে না।

কোরবানির পশুর হাট নিয়ে সেতুমন্ত্রী বলেন, আসন্ন কোরবানির ঈদে পশুর হাট এবং মানুষের ঈদযাত্রা করোনা সংক্রমণের মাত্রাকে উদ্বেগজনক পর্যায়ে নিয়ে যেতে পারে– বিশেষজ্ঞদের এমন আশঙ্কায় করোনাবিষয়ক জাতীয় কারিগরি পরামর্শক কমিটি কয়েকটি জেলায় পশুর হাট না বসানোর পরামর্শ দিয়েছে। বিদ্যমান এ পরিস্থিতিতে এ পরামর্শ খুবই ব্যবহারিক এবং বাস্তবায়ন সম্ভব হলে ভালো ফল বয়ে আনবে নিঃসন্দেহে।

তিনি বলেন. যত্রতত্র পশুর হাট বসানো যাবে না, সড়ক-মহাসড়কের ওপর কিংবা পাশে অনুমতি দেয়া যাবে না। কেনাবেচায় কঠোরভাবে স্বাস্থ্যবিধি প্রতিপালন নিশ্চিত করতে হবে। সূত্র-যুগান্তর

মেপ্র/আরজেএম

বিএনপির ডাবল স্ট্যান্ডার্ড নীতি জনগণের কাছে পরিষ্কার: কাদের

বিএনপি বিষোদগার ছাড়া এ সংকটে জাতিকে কিছুই দিতে পারেনি বলে মন্তব্য করেছেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এবং সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের।

তিনি রোববার রাজধানীতে সরকারি বাসভবনে নিয়মিত ব্রিফিংয়ে এ কথা বলেন।

ওবায়দুল কাদের বলেন, বিএনপির সুবিধাবাদী রাজনৈতিক চরিত্র এবং ডাবল স্ট্যান্ডার্ড ইতিমধ্যে জনগণের কাছে পরিষ্কার হয়ে গেছে।

বিএনপির বক্তব্যের সূত্র ধরে তিনি বলেন, রাস্তায় রাস্তায় মানুষ মরে পড়ে থাকেনি। আর সেটি হয়নি বলেই বিএনপির গাত্রদাহ।

জনগণের জীবন-জীবিকার ওপর সরকারের কোনো দায়িত্ব নেই– বিএনপি মহাসচিবের এমন অভিযোগ প্রত্যাখ্যান করে ওবায়দুল কাদের বলেন, জীবন ও জীবিকার চাকা সচল রাখতে শেখ হাসিনা সরকার যখন নানামুখী সিদ্ধান্ত নিয়েছিল, তখন বিএনপি সমালোচনা করেছিল কেন?

তিনি বলেন, লকডাউনের জন্য চাপ তৈরি করে মির্জা ফখরুল এখন জনগণের জীবিকার কথা বলছেন।

‘সরকারের অবহেলা আর অজ্ঞতার জন্য পরিস্থিতি খারাপ হয়েছে’- বিএনপি নেতাদের এমন বক্তব্যের জবাবে আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক বলেন, করোনা মহামারীতে বিশ্বের কোন দেশ বিদ্যমান সুবিধা দিয়ে সফলতা পেয়েছে? কোন দেশ হিমশিম খায়নি। সরকার সর্বোচ্চ চেষ্টা করে জনগণকে সঙ্গে নিয়ে সংকট মোকাবেলা করে চলেছে।

সাম্প্রতিক করোনা পরীক্ষায় দুই প্রতিষ্ঠানের প্রতারণা মানুষকে বিস্মিত করেছে জানিয়ে সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী দ্রুততার সঙ্গে তদন্তপূর্বক অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ার জন্য সংশ্লিষ্টদের আহ্বান জানান।

মন্ত্রী স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেন, শেখ হাসিনার সরকার কোনো অন্যায়কারীকে ছাড় দেয়নি, ভবিষ্যতেও দেবে না।

কোরবানির পশুর হাট নিয়ে সেতুমন্ত্রী বলেন, আসন্ন কোরবানির ঈদে পশুর হাট এবং মানুষের ঈদযাত্রা করোনা সংক্রমণের মাত্রাকে উদ্বেগজনক পর্যায়ে নিয়ে যেতে পারে– বিশেষজ্ঞদের এমন আশঙ্কায় করোনাবিষয়ক জাতীয় কারিগরি পরামর্শক কমিটি কয়েকটি জেলায় পশুর হাট না বসানোর পরামর্শ দিয়েছে। বিদ্যমান এ পরিস্থিতিতে এ পরামর্শ খুবই ব্যবহারিক এবং বাস্তবায়ন সম্ভব হলে ভালো ফল বয়ে আনবে নিঃসন্দেহে।

তিনি বলেন. যত্রতত্র পশুর হাট বসানো যাবে না, সড়ক-মহাসড়কের ওপর কিংবা পাশে অনুমতি দেয়া যাবে না। কেনাবেচায় কঠোরভাবে স্বাস্থ্যবিধি প্রতিপালন নিশ্চিত করতে হবে। সূত্র-যুগান্তর

মেপ্র/আরজেএম

সাহেদরাই আওয়ামী শাসনের নমুনা: রিজভী

বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী বলেছেন, আওয়ামী জাহেলিয়াতের এই সময়ে ক্ষমতাসীন দলের সরকার ও প্রশাসনের প্রশ্রয়ে জেকেজি হেলথ কেয়ার কিংবা আওয়ামী লীগের আন্তর্জাতিকবিষয়ক উপকমিটির সদস্য সাহেদ করিম চক্রের দৌরাত্ম শুধুমাত্র নগদ অর্থ কেলেঙ্কারির মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, তারা মানুষের জীবন নিয়েই ব্যবসা শুরু করে দিয়েছিল করোনা পরীক্ষার নকল সনদ দিয়ে। তাদের এই ব্যবসার বলি হচ্ছে জনগণ।

তিনি বলেন, বর্তমান আমলে দুর্নীতি-অনিয়ম-চুরি-বাটপারি যেভাবে নির্বিঘ্নে অবাধ হয়েছে, আওয়ামী শাসন ব্যতিরেকে কখনোই এমন ছিল না। সাহেদরাই বর্তমান আওয়ামী শাসনের নমুনা।

শনিবার সকালে রাজধানীর নয়াপল্টনের বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে ভার্চুয়াল সংবাদ সম্মেলনে রিজভী এসব কথা বলেন।

বিএনপির এ নেতা বলেন, করোনার আঘাতে মানুষ চিকিৎসাবঞ্চিত। জীবন হাতের মুঠোয় নিয়ে কাতরাতে কাতরাতে হাসপাতাল থেকে হাসপাতালে ছুটছেন তারা। প্রতিদিন মানুষ মারা যাচ্ছে। কত মানুষ মারা যাচ্ছে তার সঠিক পরিসংখ্যা নিয়েও জনমনে সন্দেহ রয়েছে।

‘এই দুর্বিসহ সংকটের মধ্যেও চিকিৎসা সরঞ্জাম ক্রয় করার নামে শতশত কোটি টাকা হাতিয়ে নিচ্ছে সরকারি দলের লোকেরা।’

রিজভী বলেন, প্রতিটি দুর্নীতির সঙ্গে সরকার ও প্রশাসনের যোগসূত্র ছিল প্রায় ওপেন সিক্রেট। শুধু তাই নয়, এইসব দুর্নীতিবাজরা ক্ষমতাসীন দলের পদ-পদবিধারী নেতা হওয়ায় সখ্যতা দেখা গেছে প্রভাবশালীদের সঙ্গে।

তিনি বলেন, টকশো’তে এই দুর্নীতিবাজরা বিরোধীদলের মুন্ডুপাত করে আর সরকারের পক্ষে জিগির তুলে। এখানেই শেষ নয়, ভোট চুরি করে নয়, এই সরকারটি গঠিতও হয়েছে জনগণের ভোট ডাকাতি করে। এই সরকার ‘চোর’

নয়। এই সরকার ‘ভোট ডাকাতির সরকার’। সূত্র-যুগান্তর

মেপ্র/আরজেএম

‘সরকারি অনাচারের বিরুদ্ধে টুঁ শব্দ যেন কেউ না করতে পারে সেজন্যই গ্রেফতার’

বিএনপি নেতাকর্মীদের বিরুদ্ধে মামলা ও গ্রেফতারের নিন্দা জানিয়েছেন দলটির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। বিএনপির বিরুদ্ধে মিথ্যা ও কাল্পনিক কাহিনী তৈরি করে মামলা দায়ের ও গ্রেফতার করা হচ্ছে এ কারণে যে, সরকারি অনাচারের বিরুদ্ধে কেউ যেন টুঁ শব্দ না করতে পারে।

শুক্রবার দলটির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব অ্যাডভোকেট রুহুল কবীর রিজভী আহমেদ স্বাক্ষরিত এক বিবৃতিতে তিনি এ কথা বলেন।

মির্জা ফখরুল বলেন, করোনা মোকাবেলায় সব ক্ষেত্রে ব্যর্থ হয়ে আওয়ামী সরকার আরও বেশি আগ্রাসী নাৎসিবাদী পথ অবলম্বন করে বিরোধী দলকে নিঃশেষ করার কর্মসূচি দিয়েছে। বিএনপির জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য ছাত্রদলের সাবেক সাধারণ সম্পাদক আকরামুল হাসান মিন্টুকে গ্রেফতার তারই বর্ধিত প্রকাশ।

তিনি বলেন, জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের সাবেক কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক আকরামুল হাসান মিন্টুকে গ্রেফতার বর্তমান সরকারের এক ঘৃণ্য অপকর্ম। এই সরকারের হাত থেকে বিএনপিসহ বিরোধী দল ও মতের মানুষরা কেউই রেহাই পাচ্ছে না। অবিলম্বে আকরামুল হাসান মিন্টুর মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার করে নিঃশর্ত মুক্তির দাবি জানান বিএনপি মহাসচিব।

শিগগিরই সরকারের কুশাসনের মূলোৎপাটন ঘটবে মন্তব্য করে মির্জা

ফখরুল বলেন, সরকারের হাত থেকে বিএনপিসহ বিরোধী দল ও মতের মানুষরা কেউই রেহাই পাচ্ছে না। সরকারের সর্বগ্রাসী থাবায় নেতাকর্মীদের জেল-জুলুমের শিকার হতে হচ্ছে। সেদিন খুবই নিকটবর্তী যেদিন বর্তমান সরকারের কুশাসন থেকে দেশবাসী রেহাই পাবে।

তিনি বলেন, সরকারি দলের লোকেরা এই করোনাকালেও দুর্নীতি, লুটপাট ও আত্মসাতের কাজে খুব উৎসাহ নিয়ে সারাদেশ দাপিয়ে বেড়াচ্ছে।

তিনি বলেন, আমরা এই সব অনাচারের প্রতিফলন প্রতিদিন দেখছি সংবাদপত্রের পাতায় পাতায়। এই ক্রান্তিকালে দেশকে এক ভয়াবহ অরাজকতার দিকে ঠেলে দিয়েছে তারা। দেশকে বিএনপিশূন্য করাই যেন আওয়ামী শাসকগোষ্ঠীর এখন প্রধান লক্ষ্য। সূত্র-যুগান্তর

বিএনপি নেতা অ্যাড. আব্দুস সালামের মৃত্যুতে জেলা বিএনপির শোক

মুক্তিযোদ্ধা দলের সাবেক কেন্দ্রীয় সদস্য ও সাবেক ভাইস চেয়ারম্যান এ্যাড. আব্দুস সালামের মৃত্যুতে শোক ও দুঃখ প্রকাশ করেছেন মেহেরপুর জেলা বিএনপির সভাপতি মাসুদ অরুন ও সিনিয়র সহ-সভাপতি জাভেদ মাসুদ মিল্টন।

গতকাল মঙ্গলবার রাতে এক শোকবার্তায় মেহেরপুর জেলা বিএনপির সভাপতি মাসুদ অরুন ও সিনিয়র সহ-সভাপতি জাভেদ মাসুদ মিল্টন বলেন, “সাবেক রাষ্ট্রপতি শহীদ জিয়াউর রহমান বীর উত্তম এর নীতি ও আদর্শ এবং বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদী দর্শণে গভীরভাবে আস্থাশীল মরহুম আব্দুস সালাম মেহেরপুর জেলা বিএনপি-কে শক্তিশালী, গতিশীল ও সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করতে নিবেদিতপ্রাণ হয়ে কাজ করেছেন।

এছাড়া বিএনপি চেয়ারপার্সন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার আদায়ের প্রতিটি আন্দোলন সংগ্রামে তিনি যে সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছেন তা

বিএনপির স্থানীয় নেতাকর্মীদের নিকট অনুপ্রেরণা হয়ে থাকবে। আমরা তার মৃত্যুতে গভীরভাবে শোকাহত ও ব্যথিত হয়েছি।

মেহেরপুর জেলা বিএনপি শোকবার্তায় মরহুমের বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনা করেন এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যবর্গ, আত্মীয়স্বজন, গুণগ্রাহী ও শুভানুধ্যায়ীদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান। প্রেস বিজ্ঞপ্তি

ঝিনাইদহে বিএনপি নেত্রীর করোনা কালে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ

ঝিনাইদহ জেলা জিয়া পরিষদের জ্যেষ্ঠ সহ সভাপতি সাহিদা ইসলাম শিরিনের ব্যক্তিগত উদ্যোগে ২১৬জন দরিদ্রের মাঝে মহামারি করোনার সময় এই খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করেন।

মঙ্গলবার সকাল থেকে শহরের হামদহ খন্দকার পাড়ার নিজ বাসায় এ খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করেন।

এসময় সাহিদা ইসলাম শিরিন বলেন, আমার ব্যক্তিগত উদ্যোগে এ মহামারি করোনার সময় দরিদ্র মানুষের পাশে দাড়াতে পেরে অনেক ভালো লাগছে। দরিদ্র অসহায় মানুষের পাশে দাড়াতে সমাজের বিত্তশালীদের আহবান জানান তিনি।

বিতরণকৃত খাদ্য সামগ্রীর মধ্যে রয়েছে ১০কেজি চাল, ১কেজি মসুর ডাল, ১কেজি তেল।

করোনাভাইরাস পরীক্ষায় ফি আরোপ করা গণবিরোধী সিদ্ধান্ত : রিজভী

অবিলম্বে করোনাভাইরাস টেস্টের ফি বাতিল করে বিনামূল্যে নাগরিকদের টেস্টের ব্যবস্থা গ্রহণের আহ্বান জানিয়েছেন বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী। তিনি বলেছেন, করোনাভাইরাস পরীক্ষায় কি নির্ধারণ গণবিরোধী সিদ্ধান্ত। এই সিদ্ধান্ত বাতিল করে সারাদেশে বিনামূল্যে করোনাভাইরাস টেস্টের ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানাই।

আজ শনিবার নয়াপল্টনে বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে এক ভিডিও কনফারেন্সে তিনি এসব কথা বলেন। রুহুল কবির রিজভী বলেন, বর্তমান সরকারের প্রধানমন্ত্রী এবং তার দলের নেতা মন্ত্রীরা প্রায়শঃই দাবি করে বলেন, বিশ্বে বাংলাদেশ নাকি রোল মডেল। কীসের জন্য বাংলাদেশ মডেল? স্বীকার করতেই হবে বাংলাদেশ এখন দুর্নীতির জন্য সারা বিশ্বের কাছে মডেল। কারণ এরা যেমন ‘স্বর্ণের মেডেল’ থেকে স্বর্ণ চুরি করে আবার করোনায় বিপর্যস্ত মানুষের জন্য বরাদ্দ করা ত্রাণের চাল চুরি ও নকল মাস্কের ব্যবসা করতেও রোল ‘মডেল’ হয়েছে। এখন মরণঘাতী করোনা মহামারীর ভাইরাস পরীক্ষার ওপর ২০০ টাকা ফি আরোপ করার সিদ্ধান্ত বিস্ময়কর। এমনিতেই অর্থনৈতিক সংকট চরমে। মানুষের ঘরে খাবার নেই। হাসপাতালের দ্বারে দ্বারে ঘুরে অসহায়ভাবে পথে-ঘাটে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ছে। প্রয়োজনের তুলনায় পরীক্ষাও হচ্ছে নামমাত্র। এরমধ্যে এই গণবিরোধী সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো।

তিনি আরও বলেন, মহামারির চিকিৎসা কখনো ব্যক্তিগত উদ্যোগে হয় না। করোনা মহামারীর চিকিৎসার সম্পূর্ণ দায়িত্ব রাষ্ট্রের। বিশ্বের কোথাও সরকারিভাবে কোভিড টেস্টে অর্থ নেয়া হয় না। বিশ্বে সবচেয়ে বেশি কোভিড টেস্টের রেকর্ড দক্ষিণ কোরিয়ার। তারা দিনে ১ লাখের উপর মানুষের কোভিড টেস্টও করেছে। এমনকি এন্টিবডি টেস্টও করেছে। তাদের সমস্ত টেস্টই বিনা মূল্যে করা হচ্ছে। দক্ষিণ এশিয়ার সবচেয়ে গরীব দেশ আফগানিস্থানে কোভিড টেস্ট বিনামূল্যে করা হচ্ছে। এমনকি বিশ্বের সবচয়ে গরীব দেশ পশ্চিম আফ্রিকার বুরকিনা ফাসো কোভিড টেস্ট বিনামূল্যে করা হয়। আমাদের প্রতিবেশী কোন দেশেই টেস্ট করাতে ফি নেয় না। উপরন্তু প্রায় প্রতিটা দেশের

সরকার স্বেচ্ছাসেবীদের ঘরে ঘরে পাঠাচ্ছে নমুনা সংগ্রহে। টেস্ট করাতে জনগণকে উৎসাহিত করতে নানা পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। আর আমাদের দেশের শাসকগোষ্ঠী এই মহামারিকেও বানিয়েছে মুনাফা অর্জনের উপলক্ষ। এরা কতটা অমানবিক তার নিকৃষ্টতম প্রমাণ এই ফি ধার্য।

রিজভী বলেন, যেখানে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এবং সব বিশেষজ্ঞ করোনা সংক্রমণ রোধে টেস্ট বৃদ্ধি করাকেই প্রধান অবলম্বন বলছেন, সেখানে টেস্ট করাতে ফি ধার্যের সিদ্ধান্ত কোনোভাবেই মেনে নেয়া যায় না। এতে নিম্ন আয়ের মানুষেরা উপসর্গ থাকার পরও করোনা পরীক্ষা করাতে পারবেন না। তাদের চিহ্নিত করে কোয়ারেন্টাইন বা আইসোলেশন করা যাবে না। এতে সংক্রমণ দ্রুত বাড়তে থাকবে। লাশের মিছিল কেবল দীর্ঘতর হবে। দীর্ঘদিন যাবৎ ব্যবসা-বাণিজ্য, অফিস-আদালত বন্ধ, মানুষের আয়ের উৎস থেমে গেছে। এমনিতে বেসরকারি হাসপাতালগুলো সরকার নির্ধারিত সাড়ে ৩ হাজার টাকায় কোভিড টেস্ট করছে না। যে যার মতো ৫-৬ হাজার টাকা পর্যন্ত জনগণের পকেট কেটে নিচ্ছে। সরকার তা নিয়ন্ত্রণের কোনো চেষ্টাই করছে না, স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের সমস্ত মনোযোগ দুর্নীতি আর লুটপাটে।

রিজভী বলেন, একটি হাসপাতালে ডাক্তার-নার্সদের খাবার-দাবারের বিল ২০ কোটি টাকা দেখালেও অভিযুক্ত স্বাস্থ্যমন্ত্রী বলছেন, কোন দুর্নীতি হয়নি। অথচ প্রধানমন্ত্রী সংসদে দাঁড়িয়ে এই ২০ কোটি টাকার দুর্নীতি নিয়ে বিস্ময় প্রকাশ করলেও কোন ব্যবস্থা নেয়ার কথা এখনও শোনা যায়নি। সরকার চারিদিক থেকেই শুধু স্বল্প আয়ের মানুষেরই পকেটে হাত দিচ্ছে। এমনিতেই করোনার অভিঘাতে আর্থিকভাবে বিপর্যস্ত সাধারণ মানুষ, এর ওপর বিদ্যুৎ, জ্বালানী, গ্যাস ও পানির মূল্য বৃদ্ধিতে তারা দিশেহারা, এর সাথে করোনা টেষ্টের ফি ২০০ টাকা ধার্য করে সরকার এখন ভ্যাম্পায়ারের ন্যায় রক্তচোষার ভূমিকায়।

তিনি বলেন, কোনো নাগরিক যদি টাকার অভাবে করোনাভাইরাস টেস্ট করতে না পেরে নিজ দেহে করোনা ভাইরাস বহন করে বেড়ায় তাহলে একজন নাগরিক শুধু নিজেরই ক্ষতি করছেন না তিনি অন্যের জন্যও ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়াবেন। এ কারণেই বিষয়টি নাগরিকদের দায়-দায়িত্বের উপর ছেড়ে না দিয়ে বরং এটি রাষ্ট্রেরই দায়িত্ব, জনস্বার্থে রাষ্ট্র নিজ উদ্যোগে নাগরিকদের বিনামূল্যে করোনা ভাইরাস টেস্ট করানোর সুযোগ সহজ করবে।

বিএনপির এই নেতা আরও বলেন, এই সরকার নিজেরাও পরিস্থিতি সামাল

দিতে পারছে না। বিরোধী দল কিংবা বিশেষজ্ঞদের মতামতকেও তোয়াক্কা করছে না। জনগণের দল বিএনপির পক্ষ থেকে আমরা করোনা পেন্ডামিক ইস্যুতে সরকারকে বরাবরই সহযোগিতা করতে চেয়েছি। সঠিক পরামর্শ দেয়ার চেষ্টা করেছি। কিন্তু সরকার সেগুলো কানে নেয়নি।

সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব বলেন, যে কোনো উপায়ে টাকা আয় করে দলীয় নেতাকর্মীদের লুটপাটের সুযোগ এবং বিদেশে পাচার করে দেয়াই যেন এই সরকারের নীতি হয়ে দাঁড়িয়েছে। মানুষকে গুম-খুন-হত্যা করে, মানুষকে ভয় দেখিয়ে এই সরকার নিজেরাই নিজেদের মেয়াদ বাড়িয়ে সময় পার করছে বটে কিন্তু অদূর ভবিষ্যতে এই সরকারের অদক্ষতা, অজ্ঞতা, অব্যবস্থাপনার খেসারত নাগরিকদের হয়তো জীবনের বিনিময়ে দিতে হবে।

সূত্র- বিডি প্রতিদিন